জোহানেসবার্গ সম্মেলন-২০০২

জোহানেসবার্গ শীর্ষ সম্মেলন ঃ একটি পর্যালোচনা

জোহানেসবার্গ শীর্ষ সম্মেলন কী ?

জোহানেসবার্গ শীর্ষ সম্মেলন হলো বিশ্বের টেকসই ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবার একটি বড় সুযোগ- এমন একটি সুযোগ যা মানুষকে পরিবেশের ক্ষতি না করেই প্রয়োজন মিটানোর পথ করে দেবে। টেকসই উন্নয়ন হলো উন্নয়নের একটি বহুমাত্রিক চেতনা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার একটি ভিন্নধর্মী উদ্যোগ-এ এমন এক উদ্যোগ যাতে একথার প্রতিফলন ঘটে যে, পৃথিবীর এক অংশে গৃহীত একটি উদ্যোগের প্রভাব অপর অংশে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর উপরও পড়ে। এ এমন এক উদ্যোগ যাতে সকলের উন্নয়ন ও কল্যাণের সহায়ক বিশ্ব পরিবেশ গঠনে সুদূর-প্রসারী কর্মসূচীর প্রয়োজনীয়তা প্রতিফলিত হয়।

টেকসই উন্নয়নের পরিকল্পনা প্রণীত হয় এখন থেকে দশ বছর আগে রিও শীর্ষ সম্মেলনে। কিন্তু তা' হলেও এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এখনো অনেক দূর যেতে হবে। সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী প্রস্তাবনার মধ্য দিয়ে বাস্তবায়নের এই দীর্ঘসূত্রিতা কমিয়ে আনায় লক্ষ্যে জোহানেসবার্গ শীর্ষ সম্মেলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

টেকসই চেতনা সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে এই শীর্ষ সম্মেলনই হবে এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সমাবেশগুলোর মধ্যে বৃহত্তম। এ শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নেবেন হাজার হাজার অংশগ্রহণকারী যাদের মধ্যে থাকবেন রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ, ব্যবসায়ী সমাজের নেতৃবৃন্দ এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ। তাঁদের সবার অভীন্ন লক্ষ্য হবে টেকসই উন্নয়নের ধারণার প্রসার ঘটানো।

শীর্ষ সম্মেলন কবে এবং কোথায় অনুষ্ঠিত হবে ?

এই শীর্ষ সম্মেলনের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে টেকসই উন্নয়নের ব্যাপারে রাজনৈতিক অঙ্গীকারকে পুনরুজ্জীবিত করা। আশা করা হচ্ছে শীর্ষ সম্মেলন শেষে “জোহানেসবার্গ ঘোষণা” জাতীয় একটি দলিল প্রকাশিত হবে, যাতে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করার অঙ্গীকার পূর্নব্যক্ত করা হবে। এ ছাড়া একটি বাস্তবায়ন পরিকল্পনাও প্রণীত হবে যাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচীগুলো চিহ্নিত হবে। উপরন্তু অংশীদারী ভিত্তিতে এগিয়ে আসার জন্য সরকারসমূহ, সুশীল সমাজ এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে উৎসাহিত করা হচ্ছে, যারা সুনির্দিষ্ট সমস্যাবলী চিহ্নিত করবেন এবং বিশ্বব্যাপী জীবনের মান উন্নয়নের সাফল্যে নেতৃত্ব দেবেন।

এই শীর্ষ সম্মেলন আয়োজনের দায়িত্ব কার ?

টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কিত জাতিসংঘ কমিশনের (সিএসডি-১০ নামে ব্যাপক ভাবে পরিচিত) দশম অধিবেশনটি শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটি (প্রিপারেটরী কমিটি) হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে। এই কমিটিই হচ্ছে শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কাঠামো। শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতির জন্য এই কমিটি ২০০১ থেকে ২০০২ পর্যন্ত চারটি বৈঠকে মিলিত হয়েছে। সংক্ষেপে এই বৈঠকগুলোকে বলা হচ্ছে প্রিপ্‌কম্‌স্‌ (Prep Coms)। প্রিপকম্‌স্‌ এর চতুর্থ এবং সর্বশেষ মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়েছে ২৭শে মে থেকে ৭ই জুন, ২০০২ ইন্দোনেশিয়ার বালীতে।

প্রিপারেটরী কমিটির নেতৃত্ব রয়েছে একটি ব্যুরো, যাতে রয়েছে পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চল থেকে দু'জন করে প্রতিনিধি (মোট ১০ জন)। টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দান, রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সরকার প্রধান গ্রুপগুলোর সমর্থন সংগঠিত করে শীর্ষ সম্মেলনকে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই ব্যুরো সিএসডি-১০'এর সম্মেলন-গুলোর মধ্যবর্তী সময়ে বিভি-ন্ন বৈঠকে মিলিত হয়। ব্যুরোর চেয়ারম্যান হচ্ছেন ইন্দোনেশিয়ার ডঃ এমিল সেলিম।

জাতিসংঘ ব্যবস্থার মধ্যে শীর্ষ সম্মেলন আয়োজনের সার্বিক দায়িত্বে রয়েছেন জোহানেসবার্গ শীর্ষ সম্মেলনের মহা-সচিব এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ক জাতিসংঘের সহকারী মহাসচিব মিঃ নিতিন দেশাই।

শীর্ষ সম্মেলনের উপরোল্লিখিত রাজনৈতিক গঠন সোপান ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি বৈষয়িক সাংগঠনিক বিষয় রয়েছে- যেমনঃ এ্যাকোমোডেশন, স্থানীয় পরিবহন (যাতায়াত) ইত্যাদি। এই দায়িত্ব পালন করবে স্বাগতিক দেশ দক্ষিণ আফ্রিকা। এসব বৈষয়িক প্রস্তুতি সুচারুভাবে সাম্পাদান করার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার “ওয়ার্লড সামিট কোম্পানী” নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেছেন।

এটা কি ধরিত্রী সম্মেলনের পুণরাবৃত্তি হবে ?

জোহানেসবার্গ শীর্ষ সম্মেলন হবে ধারণা থেকে কর্মসূচীর পর্যায়ে উত্থানের ক্ষেত্রে এক ধাপ অগ্রবর্তী পদক্ষেপ। ধরিত্রী মহাসম্মেলনে টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক কর্ম-পরিকল্পনা (এজেন্ডা ২১) বিশ্বের উন্নয়নের এবং বিশ্ববাসীর জীবন মান উত্তরণের ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী এবং দীর্ঘ মেয়াদী দৃষ্টি ভঙ্গী। এই পরিকল্পনা অনুমোদনকালে সরকারসমূহ স্বীকার করেন যে, বর্তমান নীতি অব্যাহত থাকলে দেশগুলোর নিজেদের এবং পারস্পরিক অর্থনৈতিক বিভেদ বৈষম্য আরও তীব্রতর হবে, যার পরিণতিতে দারিদ্র্য এবং পরিবেশ ব্যবস্থার অবনতি আরও ত্বরান্বিত হবে। পাশাপাশি তারা একথাও স্বীকার করেন যে, পৃথিবীকে রক্ষা করা এবং আরো সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গঠনের ক্ষেত্রে আরও একটি কর্ম মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব। এজেন্ডা ২১'এর উপক্রমনিকায় বলা হয়, "কোনো দেশের একক উদ্যোগে এই লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়।" তবে, দলিলে বলা হয়, "একত্রিত হলে আমরা তা' পারবো।" ফলদায়ক টেকসই উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে এজেন্ডা ২১ ভিত্তি হিসাবে ভূমিকা পালন করবে।

এটা কি পরিবেশ বিষয়ক কোনো সম্মেলন, নাকি দারিদ্র্য বিষয়ক ?

জোহানেসবার্গ শীর্ষ সম্মেলন হলো টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক -এ এমন এক উন্নয়ন ধারা যা' মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উভয় চাহিদা পূরণ করবে। এটা দারিদ্র্য বিষয়ক কোনো সমাবেশ নয়, তবে এতে এমন এক উন্নয়ন চেতনার স্ফুরণ ঘটবে, যা' উন্নত এবং উন্নয়নশীল উভয় ধরনের জাতিসমূহ অনুসরণ করতে পারবে। তথাপি জোহানেসবার্গ শীর্ষ সম্মেলনের প্রধান বিবেচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে থাকবে দারিদ্র্য, অতিরিক্ত ভোগ এবং অটেকসই জীবনযাত্রা। টেকসই উন্নয়ন তাই বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন এবং পরিবেশ সুরক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট এসব বিষয়ে সমাধানে পোঁছুতে চায়।

জোহানেসবার্গ শীর্ষ সম্মেলন রিও ধরিত্রী সম্মেলনের পুণরাবৃত্তি নয় কিংবা অর্থনৈতিক ও আর্থিক উন্নয়ন সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ফলো-আপও নয়। বরং বলা চলে রিও এবং শেষোক্ত সম্মেলনের অর্জিত সাফল্যের উপর গড়ে উঠেছে জোহানেসবার্গ শীর্ষ সম্মেলনের ভিত্তি। তথাপি বিভিন্ন সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়নের জন্য জোহানেসবার্গ শীর্ষ সম্মেলন সচেষ্ট থাকবে। বিশেষ করে টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক "মিলেনিয়াম শীর্ষ সম্মেলনে" বিশ্ব নেতৃবৃন্দ কর্তৃক গৃহীত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে জোহানেসবার্গের চেতনা সুদুর প্রসারী ভূমিকা পালন করবে।

এই শীর্ষ সম্মেলনের প্রধান ইস্যু কি কি হবে ?

প্রধান ইস্যুই হবে বিশ্ব কি ভাবে একটি টেকসই ভবিষ্যতের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তার বর্তমান গতিপথ পরিবর্তন করবে, তার মাত্রা বা লক্ষ্যবস্তু নিরূপন করা। এই উদ্যোগের সাথে অবশ্য অন্যান্য বেশ কিছু ইস্যুও জড়িয়ে রয়েছে, যেমন-

জাতিসংঘ মহা-সচিব কফি আনান পাঁচটি কর্মক্ষেত্র চিহ্নিত করেছেন যে গুলোর ব্যাপারে জোহানেসবার্গ শীর্ষ সম্মেলন প্রকৃত পরিবর্তন আনতে পারে। এই পাঁচটি ক্ষেত্র হলো ঃ পানি ও পয়ঃনিস্কাশন, জ্বালানী, স্বাস্থ্য, কৃষি উৎপাদনশীলতা, জৈববৈচিত্র্য এবং পরিবেশেগত ব্যবস্থাপনা। তিনি আশা করেন এবং দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করেন যে, এই গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলিতে শীর্ষ সম্মেলন সুনির্দিষ্ট ফল বয়ে আনতে সক্ষম এবং তা' করতে হবে। এই পাঁচটি জীবন ঘনিষ্ট সেবাখাতের নামের আদ্যক্ষর বিন্যস্ত করে তিনি এক শব্দের একটি নামসংকেত প্রস্তাব করেছেন। তা' হলো "WEHAB"

এই পরিবর্তনগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ কে নেবে ?

এটা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নের দায়িত্ব বর্তাবে সরকারসমূহের উপর। তথাপি বাস্তবতা হলো এই যে, যা কিছু করণীয় তা' করার মত সম্পদ সরকারসমূহের হাতে নেই। টেকসই উন্নয়ন ধারা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে সহযোগিতা ও অংশিদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা- যেমন ব্যবসায়ী সমাজ ও বেসরকারী সংস্থা (এনজিও)।

যোগাযোগঃ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা
www.unicdhaka.org; e-mail: info.unic@undp.org